দৈনিক জনকণ্ঠ

SEP. 15 1999
তারিখ ... ... AUG. 15 1999
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৫

উপাচার্য তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন

# মোহসীন হলে আবার অপহরণের ঘটনা ॥ এলিফ্যান্ট রোডের দুই যুবককে ধরে এনে মুক্তিপণ আদায়

**বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥** দীর্ঘদিন পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আবার অপহরণের ঘটনা ঘটেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মোহসীন হলে গতকাল মঙ্গলবার ছাত্রলীগ ক্যাডার 'শফিক বাহিনী'র সদস্যরা এলিফ্যান্ট রোড থেকে দু'যুবককে ধরে এনে মারধর করে। মুক্তিপণ আদায় করার পর ক্যাডাররা তাদের ছেড়ে দিয়েছে। 'শফিক বাহিনী'র ছত্রছায়ায় মোহসীন হলে এখন সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের তৎপরতা চলছে। উপাচার্য অপহরণের ঘটনা শোনার পর সঙ্গে সঙ্গে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন। তিনি ঘটনা শুনে ক্ষুব্ধ হয়েছেন এবং উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা নেবেন বলে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন। শফিক ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ততার কথা অস্বীকার করে বলেছে সুজন ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকলে তার দায়িত্ব আমি নেব না।

এলিফ্যান্ট রোড থেকে গতকাল বিকাল তিনটায় 'শফিক বাহিনী' আনিস আল রাজীব ও তানভীরকে ধরে নিয়ে আসে। এ সময় তারা রিক্সা দিয়ে রাজিবের বাবার রাজারবাগ পুলিশ লাইন অফিসে যাচ্ছিল। রাজীব লালমাটিয়া ওরিয়েন্টাল কলেজে একাদশ শ্রেণীর ছাত্র। তানভীর রাজীবের বন্ধু, রাজীব বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। তার বাবা পাট ব্যবসায়ী মুরাদ হোসেন, তাদের বাসা এলিফ্যান্ট রোডে। পলাশ, আদনান ও সুজনসহ সাত-আট ক্যাডার এদের ধরে নিয়ে আসে। শফিক এই বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। রাজীব ও তানভীরকে ধরে নিয়ে এসে প্রথমে মোহসীন হলের 'রিমান্ড রুম' রূপে খ্যাত ৩৩১ ও ২১২ নম্বর কক্ষে নিয়ে মারধর করে। তাদের কান্নার শব্দ যাতে বাইরে না যায় সে জন্য মারার সময় ছাত্রশিবির স্টাইলে জোরে ক্যাসেট বাজানো হয়। সবশেষে তাদেরকে ছাদে নিয়ে বুকে পিস্তল ঠেকিয়ে মোবাইল হাতে দিয়ে বাসা থেকে টাকা নিয়ে আসার জন্য ফোন করার নির্দেশ দেয়া হয় বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছে।

রাজীবের বাবা বাসায় ছিলেন না। বিকাল সাড়ে চারটায় মা ফোন পেয়ে পাগলের মতো ছুটে আসেন মোহসীন হল গেটে। পুলিশের উপস্থিতিতে রাজীবের মা ক্যাডারদের চাহিদা পূরণ করে নিজের একমাত্র সন্তানকে বুকে ধরে বাসায় নিয়ে যান। রাজিবের মা এখনও আতঙ্কগ্রস্ত। জনকণ্ঠকে তিনি জানিয়েছেন, 'ওদেরকে আমি চিনি না, ওদের কথা লিখবেন না, কতটাকা দিয়েছি তাও বলব না। আপনারা আমার ছেলের জীবনের নিরাপত্তা দিতে পারবেন!' টাকা বড় কথা নয়, আমার একমাত্র ছেলে জীবন নিয়ে বেঁচে এসেছে এটিই আমার কাছে বড় কথা। রাজীবের ওপর অমানবিক মারধরের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে তার মা হাউমাউ করে কেঁদে ওঠেন।

শফিক ছাত্রলীগ মোহসীন হল শাখার সভাপতি। সে আব্দুল ওয়াদুদ খোকন নিয়ন্ত্রিত 'বাগেরহাট' গ্রুপের সক্রিয় সদস্য। আলিয়া মাদ্রাসায় পড়াশোনার সময় সে শিবিরের সক্রিয় সদস্য ছিল বলে অভিযোগ রয়েছে। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর সে ছাত্রলীগের হয়ে গেছে এবং মোহসীন হল শাখা সভাপতি হয়। নীলক্ষেত-কাটাবন এলাকায় তার চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসের অভিযোগ আছে। এসব কথা ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় নেতারাও জানেন। ছাত্রলীগ মোহসীন হল শাখার সাধারণ ক্যাম্পাসের দায়িত্বে নিয়োজিত পুলিশ ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক অজয়কর খোকনকে ঘটনাটি জানিয়েছে। গতকাল রাত পর্যন্ত কোন সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই 'শফিক বাহিনী'র বিরুদ্ধে একাধিকবার পুলিশকে এ্যাকশনে যেতে বললেও পুলিশ অজানা কারণে নীরব থাকছে। ধারণা করা হচ্ছে– সরকারের একটি প্রভাবশালী মহলের সঙ্গে এদের যোগাযোগ রয়েছে। এই কারণে তারা বেপরোয়া হয়ে উঠছে। উপাচার্য অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরী বলেছেন, 'দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল, আমার তিন বছরের শ্রম-সাধনা এ রকম দু'একটা ঘটনার মাধ্যমে যারা ধূলিসাত করার ষড়যন্ত্র করছে আমিও তাদের ছাড়ব না। এদের বিরুদ্ধে দু'এক দিনের মধ্যেই কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে।' উপাচার্য ঘটনা শুনে তাৎক্ষণিকভাবে তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। কমিটির আহ্বায়ক হলেন হল প্রভোস্ট ডঃ মোঃ খায়রুল হোসেন। অন্য দু'জন সদস্য হচ্ছেন– সিন্ডিকেট সদস্য ডঃ সহিদ আকতার হুসাইন ও সহকারী প্রক্টর সেলিম মাহমুদ। কমিটিকে আগামী সাতদিনের মধ্যে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। উল্লেখ্য, সুজন ছাত্রলীগ নেতা ডাবলু হত্যার অভিযোগে সংগঠন থেকে বহিষ্কৃত।

ইতোমধ্যে ইতিহাস দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র মারুফকে গতকাল এসএম হল শাখা ছাত্রলীগ এক নেতা মারধর করে হল থেকে বের করে দিয়েছেন। এ সময় মারুফকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করা হয়।